ঝিনাইদহে উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা উদযাপন

আজ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানালোকের প্রতীক হিসেবে পূজিত।

যদিও সরস্বতী বৈদিক দেবী, তবে সরস্বতী পূজার বর্তমান রূপটি মূলত আধুনিককালে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীনকালে তান্ত্রিক সাধকেরা সরস্বতী-সদৃশ দেবী বাগেশ্বরীর পূজা করতেন বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এ বছরও ঝিনাইদহের চাকলা পাড়া প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসবমুখর পরিবেশে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পূজা উপলক্ষে সকাল থেকেই পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গণে ভক্তদের উপস্থিতি দেখা যায়। পূজার আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পরে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি ধর্মীয় আলোচনাসভা ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়, যেখানে দেবী সরস্বতীর মহিমা ও শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশে সরস্বতী পূজার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতেই এ আয়োজন করা হয়েছে।

মেহেরপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজসহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উপলক্ষে পূজা ও ‘বাণী অর্চনা’ অনুষ্ঠিত হয়।

“আরো আলো আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো” এই উক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার দেবীর কাছে জ্ঞান ও আলোর প্রার্থনা জানান।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার তাড়ি ও দোয়াত-কলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ‘সরস্বতী’ শব্দের অর্থ জনবতী বা নদী অনেক পণ্ডিতের মতে দেবী সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে তিনি জ্ঞান ও চেতনার দেবী হিসেবে পূজিত হন। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়, যা বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী নামেও পরিচিত।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে সরস্বতী পূজার উদ্বোধন করেন, কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুপালি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী পল্লবী কুন্ডু, ঐতিহ্য সাকারি ও অনিন্দিতা সরকার।

জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী পূজা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরে স্বরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মেহপরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালি মন্দির,নায়েববাড়ী মন্দিরসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃথকভাবে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য সরস্বতী পূজার আয়োজন করে। সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, জ্ঞান ও বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী তার আশীর্বাদের মাধ্যমে মানুষের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করতে প্রতি বছর আবির্ভূত হন ভক্তদের মাঝে। শিক্ষার্থীরাই এই পূজায় বেশি মনোযোগী হয়।